মেহেরপুরে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

স্থানীয় মানবাধিকার সংগঠন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক), কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও ইয়ুথ ফোরামের আয়োজনে সোমবার সকাল ১০টার দিকে বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে দুই হাজার ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

ইসলামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এক সংক্ষিপ্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোছাঃ নুরুন্নাহার, ইসলামনগর হোসাইনীয়া দাখিল মাদরাসার সুপার মাওলানা আবুল কালাম, মউক-এর সিনিয়র ম্যানেজার সাদ আহমদ, প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রখো, ওয়াচ সদস্য রুহুল আমিন ও আবু তাহের।

অনুষ্ঠানে ইসলামনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইসলামনগর দাখিল মাদরাসা, ইসলামনগর নুরানি মাদরাসা ও খোকসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মাঝে চারা বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রোগ্রাম অফিসার আশিক বিল্লাহ ও চাঁদতারা।

মেহেরপুরের কুলবাড়িয়াতে তিন ব্যবসায়ীর ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া বাজারে অভিযান পরিচালনা করে মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ও লাইসেন্সবিহীন গ্যাস বিক্রি করার অপরাধে তিন ব্যবসায়ীর ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার।

আজ সোমবার (১১ আগস্ট ২০২৫) মেহেরপুর ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ

অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে সহযোগীতা করেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো: রিয়াজ মাহমুদ ও জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: তারিকুল ইসলাম।

ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান জানান, আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া বাজারে অভিযান পরিচালনা করে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, জ্বালানী গ্যাস, সার ও কীটনাশক তদারকি করা হয়। ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩৭ ধারা অনুসারে পণ্যে যথাযথাভাবে মোড়কে উৎপাদন তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকার কারণে বুলবুল মিষ্টান্ন ও ফল ভান্ডারকে ৫ হাজার টাকা, লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিত গ্যাস ব্যবসা করা ও যথাযথাভাবে মোড়কে উৎপাদন তারিখ, মেয়াদ উত্তীর্ণ তারিখ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য না থাকার কারণে একই আইনের ধারা ৩৭ ও ৫২ ধারা অনুসারে মেসার্স নিপা এন্টারপ্রাইজকে ২০ হাজার টাকা এবং লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিত গ্যাস ব্যবসা করার কারণে একই আইনের ৫২ ধারা অনুসারে মেসার্স হক ট্রেডার্সকে ৩০ হাজার টাকাসহ মোট ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে।

হাঁচি-কাশিতে ছড়িয়ে পড়ছে নীরব মৃত্যু, শিশুদের ঘিরেই যক্ষার নতুন ভয়াল ছায়া

মেহেরপুরের বাতাসে যেন নীরবে মিশে গেছে এক নীলচে ধোঁয়া, যার নাম যক্ষার জীবাণু। এক সময়ের ‘সস্তায় চিকিৎসা সম্ভব’ এমন একটি রোগ এখন হয়ে উঠেছে ভয়াল। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক এই নীরব শত্রুর শিকার হচ্ছে শিশুরা। আক্রান্তদের শতকরা ৭০ ভাগই শিশু।

মেহেরপুর টিবি ক্লিনিকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, ২০২৪ সালে জিন এক্সপার্ট পরীক্ষায় ১৪৭ জন যক্ষায় আক্রান্ত রোগীর

সন্ধান মিলেছে। তার মধ্যে ৭৬ জনই শিশু। অর্থাৎ প্রতি ১০ জন রোগীর মধ্যে ৭ জন শিশু! গত ১০ বছরের মধ্যে ২০২৩ সালে মাত্র ২৪ জনের শরীরে যক্ষার জীবানু সনাক্ত হয়। এবং ২০২২ সালে ১৯জন শিশুর শরীরে পাওয়া যায় এই মরণ ব্যাধির জীবানু।

একটি শিশুর যখন যক্ষা ধরা পড়ে, তার মুখে নয়, চোখে কথা বলে ক্লান্তি, ক্ষীণতা ও নিঃশব্দ এক আর্তনাদ। কিন্তু চারপাশে তখনও চলতে থাকে অবাধ মেলামেশা, গোপনে গিলে ফেলা হয় তথ্য। অভিভাবকরা লজ্জায়, ভয় আর সামাজিক অপবাদে রোগ লুকিয়ে ফেলেন। এভাবে একে একে আরও শিশুরা হয়ে পড়ে সংক্রমণের শিকার।

মেহেরপুর জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ বলছে রোগ গোপন রাখার কারণে কতজন আক্রান্ত, তার সঠিক কোনো হিসেব নেই। প্রতিবছরের রিপোর্টে রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে, কিন্তু এর সঠিক বিস্তার নিয়ে নেই কোনো সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ।

মেহেরপুর টিবি হাসপাতালের একজন কর্মকর্তা জানান, একেকজন রোগীকে অন্তত দুই মাস ধরে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা দিলে তারা সুস্থ হতে পারে। কিন্তু জেলা পর্যায়ে চিকিৎসা কেন্দ্রে বেড নেই। অনেককে বাড়িতে যেয়ে ওষুধ খাইয়ে আসতে হয়। অনেকে জেলার বাইরে চলে যান। তাদের নেই ওষুধের সঠিক প্রয়োগের নিশ্চয়তা। ফলে অনেকেই মাঝপথে থেমে যান চিকিৎসা বন্ধ করে দেন, জীবাণু ছড়িয়ে দেন আরও দশজনের শরীরে। মৃত্যুর সঠিক সংখ্যা নির্ধারণের কোনো ব্যবস্থা না থাকলেও যেসব রোগী চিকিৎসা নিচ্ছেন, তাদের মধ্যেও প্রায় ২০ শতাংশ শেষরক্ষা পান না।

শুধু যক্ষা নয়, এখন যক্ষার এক ভয়াবহ রূপ দেখা দিয়েছে। ৫ জন রোগীর শরীরে পাওয়া গেছে মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট (এমডিআর) যক্ষা। এই রোগে আক্রান্তরা সাধারণ ওষুধে সাড়া দেয় না। তাদের শরীরের জীবাণু এমন এক প্রতিরোধ গড়ে তোলে, যা যক্ষা নির্মূলের পথ রুদ্ধ করে দেয়।

টিবি ক্লিনিকের চিকিৎসক মোহসীনা ফেরদৌস মিষ্টি বলেন, “মানুষ এখন আগের চেয়ে অনেক সচেতন। সন্দেহ হলেই হাসপাতালে এসে পরীক্ষা করাচ্ছেন।” তবে এতটুকু সচেতনতা যথেষ্ট নয় যদি না শিশুদের নিয়ে বাড়তি উদ্যোগ নেয়া হয়।

মেহেরপুরের কোনো এক শিশুর বুকের কাশিতে যখন গলা কাঁপে, তখন সমাজ কেবল তাকিয়ে থাকে। এখন দরকার তাকিয়ে থাকা নয় জেগে ওঠা।

প্রয়োজন সচেতনতা, চিকিৎসার নিশ্চিত ব্যবস্থা এবং সবচেয়ে বড় কথা রোগ লুকিয়ে না রেখে লড়াই শুরু করা। কারণ, একটি শিশুর মুখে যখন হাসি ফোটে না, পুরো সমাজের মুখেই ছায়া নেমে আসে।

লেখক, সাংবাদিক

আহ্বায়ক কামরুল হাসান, সদস্য সচিব আলমগীর হোসেন

বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপির মেহেরপুর জেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মোঃ কামরুল হাসান, মোঃ আলমগীর হোসেন সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।

বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থের অনুমোদনে এই আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে আহসান হাবিব, মোস্তফা কামাল ও মোঃ আক্তারুজ্জামান দায়িত্ব পালন করবেন।

যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে মোঃ হাসাদুল ইসলাম, মোঃ হেলাল উদ্দিন, মোঃ জিয়ারুল ইসলাম এবং যুগ্ম সদস্য সচিব হিসেবে মোঃ জাহিদুল ইসলাম, মোঃ সাহাব্বত হোসেন, মোঃ শাহিন হোসেন দায়িত্ব পালন করবেন।

এছাড়াও সদস্য পদে দায়িত্ব পালন করবেন মোঃ আসলাম উদ্দিন, আবু হোসেন সাইদ, শ্রী বিক্রম কুমার দাস, মোঃ রাশেদ আলী, মোঃ কাদের গনি, মোঃ রফিকুল ইসলাম, মোঃ সাদমান সাকিব, মোঃ ফারদিন হোসেন, মোঃ জিহাদ ও মোঃ হুরাইরা।

বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থের উপস্থিতিতে মেহেরপুর জেলা কমিটি স্বাক্ষরিত হয়। ২১ সদস্যবিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি দায়িত্ব পালন করবেন।

মেহেরপুরে পল্লী বিদ্যুতের পোল চাপায় শ্রমিকের মৃত্যু

মেহেরপুরের পুলিশ লাইন পাড়া মসজিদের মোয়াজ্জেম গিয়াস উদ্দিন খন্দকার (ইনু) (৬৮) পল্লী বিদ্যুতের একটি পোল চাপায় প্রাণ হারিয়েছেন।

গিয়াস উদ্দিন খন্দকার পুলিশ লাইন পাড়ার মৃত জামাল উদ্দিন খন্দকারের ছেলে। মসজিদের মোয়াজ্জেমের পাশাপাশি তিনি পল্লী বিদ্যুতের পোলের কাজের সাথে যুক্ত ছিলেন।

আজ রবিবার সকাল ৯টার দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কে পল্লী বিদ্যুতের পোলের কাজ করার সময় একটি পোল চাপায় মারা যান তিনি।

স্থানীয়রা জানান, সড়কের তেলপাম্পের সামনে পল্লী বিদ্যুতের পোল তোলার কাজ চলাকালীন হঠাৎ একটি পোল গিয়াস উদ্দিনের ঘাড় ও বুকের ওপর পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

মেহেরপুরে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত-১, আহত-২

মেহেরপুর সদর উপজেলার মদনা বাজারে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে আকাশ নামের এক যুবক নিহত ও আরও দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন। গতকাল শনিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মেহেরপুরের কাঁঠালপোতা গ্রামের মোঃ আকাশ (২৬) ও মোঃ মোস্তাকিন (১৮) একটি

মোটরসাইকেলে মদনা বাজার এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা গাড়াডোব কাচারী বাজারের মোঃ নাসির উদ্দিনের (৪০) চালানো মোটরসাইকেলের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে আকাশ ও মোস্তাকিন গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান।

পরে আকাশকে রাজশাহী নেওয়ার পথে গাংনী এলাকায় মৃত্যুবরণ করেন। আহত অপরজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ফয়েজ, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল

আনন্দঘন পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল।

নির্বাচনে ফয়েজ মোহাম্মদ সভাপতি, সাইদুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক এবং সোহরাব হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। মোট ৪৯৭ জন ভোটারের মধ্যে ৪৭৬ জন ভোট প্রদান করেন।

সভাপতি পদে তিনজন প্রার্থী অংশ নেন। আনারস প্রতীকের প্রার্থী ফয়েজ মোহাম্মদ ২৪৪ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাতা প্রতীকের লিয়াকত আলী পান ২২৪ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে সাইদুল ইসলাম ২৫৪ ভোট পেয়ে জয়ী হন, যেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ওমর ফারুক লিটন পান ২১২ ভোট। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে সোহরাব হোসেন ২৯৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন এবং আব্দুল হামিদ খান পান ২৫২ ভোট।

মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র নতুন সভাপতি লতিফ, সাধারণ সম্পাদক মনা

উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো মেহেরপুর সদর ও পৌর বিএনপির দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল। গতকাল শনিবার সকালে জাতীয় ও দলিয় পতাকা উত্তোলন ও শান্তির প্রতিক কবুতর উড়িয়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপি’র দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়। পরে সন্ধ্যায় নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র কাউন্সিলে সভাপতি আব্দুল লতিফ, এহান উদ্দিন মনা সাধারণ সম্পাদক এবং আবু ইউসুব মিরন ও মীর জাহাঙ্গীর হোসেন সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। ৬৩৯ জন ভোটারের মধ্যে ৫৯৫ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার ব্যবহার করেন।

সভাপতি পদে দুই প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, যেখানে আব্দুল লতিফ (চেয়ার প্রতীক) ৩৯৫ ভোট পেয়ে সভাপতি নির্বাচিত হন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী কাজী মিজান মেনন (আনারস প্রতীক) ১৯৬ ভোট পান এবং এহান উদ্দিন মনা ২৭০ ভোটে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রার্থী বখতিয়ার হোসেন ১৪৪ ভোট পান। ১৭ ভোট বাতিল হয়।

পৌর বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আবু ইউসুফ মিরন ও মীর জাহাঙ্গীর হোসেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

মুক্তিযুদ্ধের পর এদেশে সব

চাইতে বড় ঘটনা হলো জুলাই অভ্যুত্থান -মনির হায়দার

প্রধান উপদেষ্টার একান্ত সচীব (ঐকমত্য) সাংবাদিক মনির হায়দার বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের পর এদেশে সব চাইতে বড় ঘটনা হলো জুলাই অভ্যুত্থান। মুক্তিযুদ্ধের পর গত ৫৩ বছরে বাংলাদেশে এত বড় ঘটনা আর ঘটেনি। শুধু বাংলাদেশে নয় পৃথিবীর কোনো জায়গায় এতবড় ঘটনা ঘটেনি। যে ঘটনার মধ্যে দিয়ে সরকার, মন্ত্রী, এমপি এমনকি মসজিদের ইমাম পর্যন্ত পালিয়ে গেছে।

আজ শনিবার বিকালে গাংনী মিনি স্টেডিয়ামে জুলাই অভ্যুত্থান ফুটবল টূর্ণামেন্টের ফাইনাল খেলার উদ্বোধনপূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মনির হায়দার আর বলেন, জুলাই পরবর্তী বাংলাদেশে বিএনপি জামায়াতে ইসলামী এনসিপিসহ অন্যান্য দল থাকবে। শুধু ফ্যাসিবাদ আওয়ামী লীগ থাকবেনা। এদেশ ফ্যাসিবাদ আর কখনো ফিরে আসতে পারবেনা উল্লেখ করে মনির হায়দার বলেন, বিএনপি জামায়াত এনসিপি রাজনৈতিক কারণে তর্ক বিতর্ক বা ঝগড়া করবে কিন্তু ফ্যাসিবাদের ব্যাপারে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমরা কেউ কারোর শত্রু না, আমাদের একমাত্র শত্রু ফ্যাসিবাদ।

মনির হায়দার বলেন, ফুটবল টূর্ণামেন্ট শুধু একটি খেলা নয়, খেলা আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শিক্ষা দেই। জুলাই ২৪ আমাদের শিখিয়েছে ২০২৪ এর আগে এবং পরের বাংলাদেশে রাত আর দিনের সমান তফাৎ।

তিনি জুলাই প্রসঙ্গে আরও বলেন, জুলাইয়ের ঘটনা আমাদের আপন করতে হবে। জুলাই আন্দোলনকে আমাদের চলাই বলাই রাতে দিনে সব সময় স্বরণ করতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)’র কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়ক ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সহকারী অ্যাটর্ণী জেনারেল অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

এসময় আরও বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন, জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার সামসুল আলম সোনা, ফুটবল টুর্ণামেন্টের আয়োজক গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ

সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু প্রমুখ।

পরে প্রধান অতিথি মনির হায়দার দু দলের ফুটবলারদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। এছাড়া ফুটবলে কিক দিয়ে খেলার উদ্বোধন।

হাসিনার সরকার কখনোই জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হননি

হাসিনার সরকার কখনো জনগণের মতামতকে প্রাধান্য দেয়নি। হাসিনার সরকার কখনোই জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হননি। এমনকি হাসিনা তার নিজের দলের জ্যেষ্ঠ নেতাদের কথাও শোনেননি। অর্থাৎ, এক দল, এক দেশ, এক নেতা এই পদ্ধতিতে হাসিনা চলেছেন বলেই আমরা তাকে ফ্যাসিবাদী বলে থাকি।

হাসিনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ১৫ বছর ৮ মাস যাবৎ নিরবিচ্ছিন্ন আন্দোলন করেছে। অনেকেই আজ প্রশ্ন করে, বিএনপি ১৫ বছর আন্দোলন করেও হাসিনার কিছু করতে পারেনি, তাই গত আন্দোলনের কোনো কৃতিত্ব নাকি বিএনপি পাবে না।
আমিও তাদের বলতে চাই পিতা-মাতা সন্তানকে জন্ম দিল, মানুষ করল, লেখাপড়া শিখাল, সন্তান চাকরি পেল আর বিয়ের পরে শ্বশুর-শাশুড়ি বলছে, ও বেটা তো আমাদের সন্তান, তোমরা কিছু না।

বিএনপির অবদানকে যারা অস্বীকার করতে চান, ২০২৪ সালের আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়ার অবদানকে যারা অস্বীকার করতে চান, তারেক রহমানের অবদানকে যারা অস্বীকার করতে চান, তারা আসলে সেই সমস্ত সন্তানের মতো যারা বিয়ের পরে নিজের জন্মদাতা পিতা-মাতাকে অস্বীকার করে থাকে।

আজ শনিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সকল কথা বলেন খুলনা বিভাগীয় বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বাবু জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু।

তিনি আরো বলেন, বৃষ্টি হলে বাংলাদেশের ছাতা ধরে সেই দলের নেত্রী

হচ্ছে পলাতক হাসিনা। আরো একটি দল আছে, যারা লাহোর কিংবা করাচিতে বৃষ্টি হলে বাংলাদেশের ছাতা ধরেন সে দলটি কারা, আপনারা ভালো জানেন। ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে তাদের কী ভূমিকা ছিল, সেটাও আপনারা জানেন। আরেকটি দল আছে চীনে বৃষ্টি হলে তারা বাংলাদেশে ছাতা ধরেন। আবার কিছু রাজনৈতিক দল আছে মস্কোতে বৃষ্টি হলে বাংলাদেশের ছাতা ধরেন।

আমরা একমাত্র শহীদ জিয়ার আদর্শের সৈনিকরা, আমরা একমাত্র বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সৈনিকরা, আমরা একমাত্র তারেক রহমানের সৈনিকরা যারা অন্য দেশে বৃষ্টি হলে বাংলাদেশের ছাতা ধরি না, বাংলাদেশের বৃষ্টি হলে বাংলাদেশে ছাতা ধরি।

তিনি বলেন, অনেকেই বলার চেষ্টা করেন, “একই সাপের দুই বিষ, নৌকা ও ধানের শীষ।” যারা বলেন, তারা ২০১৮ সালে আমাদের সাথে জোট করে যে কয়টা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, তখন তাদের মার্কা কী ছিল? ধানের শীষ ছিল না? তখন কি সেটা বিষ মনে হয়নি? অর্থাৎ, তাদের যখন প্রয়োজন, যে খাদ্য খায় সেটা তাদের কাছে অমৃত আর যখন প্রয়োজন হয় না, তখন সেটা তাদের কাছে বিষ।

আমরা দেখেছি ১৯৪৭ সালে যখন ভারত এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো, সেই দলটি বলল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার নেই, আমরা সব ভারতের সাথে থাকব। আবার ১৯৭১ সালে দেখলাম যখন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ, বর্তমানে বাংলাদেশের সাড়ে ৭ কোটি মানুষ যুদ্ধে লিপ্ত হল, তখন তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করল।

জাতীয় ও দলিয় পতাকা উত্তোলন ও শান্তির প্রতিক কবুতর উড়িয়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে সদর উপজেলা ও পৌর বিএনপির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

জেলা বিএনপি’র সদস্য মোঃ ইলিয়াস হোসেনের সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব এ্যাড. কামরুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদস্য মোঃ আলমগীর খান ছাতু, মোঃ আনছারুল হক, মোঃ হাফিজুর রহমান, মোঃ খাইরুল বাশার ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির মহাসচিব জাকির হোসেন।

বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে সম্মেলনটি উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।